গণেশের মহাভারত এবং ভীষ্ম

সব্যসাচী সরকার

আমাদের ঠাকুরমশাই ধীরেন্দ্র মিশ্র একবার তীর্থ করতে হিমালয় দর্শনে গিয়েছিলেন। পূজাপাঠ ছেড়ে এরকম যাত্রা তাঁর জীবনে বেশীবার হয়নি তাই এক যাত্রায় যতখানি সাধুসঙ্গ করা যায় তার প্রতি একটু বেশীই সচেষ্ট ছিলেন। গাঁজাখোর এক সাধুবাবাকে ভর করে ঠাকুরমশাই তাঁর হিন্দি না জানা জনিত বাধা বিপত্তি সব পার করে দিলেন। প্রতিদানে অবশ্য বাবার ছিলিমের রসদের ব্যবস্থাটা তিনিই নিয়েছিলেন। মাসখানেক দর্শনাদি সেরে ঠাকুরমশাই যখন বাড়ি ফেরার কথা সাধুবাবাকে বললেন তখন তিনি ঠাকুরমশাইকে তাঁর সঙ্গে নিজের আদি বাসস্থানে নিমন্ত্রণ করে বললেন ''বেটা আমকে গাঁজা খাওয়ানো মানে শঙ্কর ভগবানকে সেবা করা তাই তোকে একটা অমূল্য সম্পদ দেব। তুই আমার সঙ্গে আমার বাড়িতে চল, ঐ সম্পদ ওখানেই আছে''। ঠাকুরমশাই শেষপর্যন্ত সাধুবাবার সাথে বেরিলী শহরে পৌছলেন। সাধুবাবা তাঁকে শহরের উপকণ্ঠে এক গ্রামে নিয়ে গিয়ে তার পাশেই অবস্থিত এক জঙ্গলে ঢুকে বললেন যে এই জঙ্গল অত্যন্ত পবিত্র আর এরই নাম নৈমিষারণ্য। এখানেই তিনি থাকেন। মহর্ষি শৌনকের উত্তারাধিকার সুত্রে তিনি একটি পুথির পাণ্ডুলিপি পেয়েছেন এবং গাঁজার সেবার খুশী হয়ে তিনি সেটি ঠাকুরমশাইকে দিয়ে বললেন ''যা বেটা তোকে গণেশজীর লেখা মহাভারতের পাণ্ডুলিপি দিলাম''। বাড়িতে ফিরে ঠাকুরমশাই দেবনাগরী হরফে ভূর্জপত্রে লেখা স্থানে স্থানে বিবর্ণ পাণ্ডুলিপি পড়তে না পেরে সেটি বাড়ির ঠাকুরঘরে রেখে দিলেন এবং কালে ভুলেও গেলেন। ঠাকুরমশায়ের পুত্র জলধর আমার স্কুলের সহপাঠী ছিল এবং স্কুলের পড়া শেষে ঠাকুরমশাইকে যজমানদের বাড়িতে পূজায় সাহায্য করত। তাই পূজার ছুটিতে যখন বাড়িতে বসে বহুবার পড়া কাশীরাম দাস ও রাজশেখর বসুর মহাভারত দুটির নতুনভাবে তুলনামূলক বিচার করছিলাম তখন জলধর প্রত্যেকবারের মত দুর্গাঠাকুরের ভোগ প্রসাদ বাড়িতে পৌছে দিয়েই আমার ঘরে ঢুকে পড়ল। একটা কাপড়ের থলি আমার টেবিলে রেখে চেয়ার টেনে বসে বলল ''ঐ দুটো মহাভারতই অনেক সংস্করণে দুষ্ট আর বিকৃত। তাই আসলটা যদি পড়তে চাস তো এটা পড়, আদি আকৃত্রিম গণেশের লেখা। এটা থেকেই কথক সৌতি আর মহর্ষি শৌনক কেটে ছেঁটে ৩০ লক্ষ শ্লোক থেকে ১ লক্ষ শ্লোক রেখে প্রচলিত মহাভারত করেছেন''। এবার এটার প্রাপ্তির গল্প বলে এবং আমাকে পূজার কয়েকদিনের মেয়াদ দিয়ে একাদশীর দিন বিজয়া করতে যাবার সময় থলিটা ফেরৎ দিতে বলে চলে গেল। রাত্রিতে পাণ্ডুলিপিটা খুলে বসলাম। মায়ায় এল এর ভাষ্যকার বেদব্যাস আর এই মহাভারতের লিপিকার গণেশ। বোধহয় প্রথম সংস্করণ এবং প্রায় ৫০০০ বছরের পুরানো। পুথির পাতাগুলি মোটা ভূর্জপত্রে কালো হিরাকস- হরিতকী মিশ্রিত কালি দিয়ে দেবনাগরী লিপিতে লেখা। দেবব্রত অর্থাৎ ভীষ্মের চরিত্র আমার ভালো লাগে তাই ঠিক করলাম তাঁর জীবনীটাই দেব, কতখানি মিল বা অমিল আজকের প্রচলিত মহাভারত থেকে। পাতাগুলি ঠিক রেখে ভীষ্ম সম্বন্ধে যা নতুন তথ্য জানতে পারলাম তা আপনাদের বলার আগে মোটামুটি চন্দ্রবংশের একটা বংশ পরিচয় দিলে বলার সুবিধা হয়। ভীষ্মের বংশ পরিচয়, মাঝে মধ্যে অনেককে বাদ দিলে এইরকম : ব্রহ্মা- মরীচি- কাশ্যপ- সূর্য্য- বৈবস্বত- পুরুরবা- আয়ু- নহুশ- যযাতি- পুরু- দুষ্মন্ত- ভরত- হস্তী- কুরু- প্রতীপ- শান্তনু- ভীষ্ম। এবার মূল বিষয়ে ফিরে আসা যাক। বশিষ্ঠর অষ্টবসুর প্রতি অভিশাপ এবং অষ্টম বসুরই পৃথিবীতে ভীষ্ম নামে অবস্থান, এ সবারই জানা কথা, যেটি বিস্তারে ঐ পাণ্ডুলিপিতে আছে তা এই রকম। গঙ্গা শান্তনুকে তার পুত্রকে উপযুক্ত করে পৌছে দেবেন বলে কথা দিয়ে সোজা চলে গেলেন পাতালে শুক্রাচার্য্যের কাছে। সেখানে এক অতি গুণ সম্পন্ন মানব আকৃতি বিশিষ্ট রোবটের খোঁজ করলেন। শুক্রাচার্য্য গঙ্গাকে বললেন যে ভৃগুবংশজাত মহর্ষি চ্যবন রাজা নহুষের বন্ধু ছিলেন এবং তাঁর গবেষণাগারে প্রবেশের সাংকেতিক সূত্র মহর্ষি চ্যবন নহুষপুত্র যযাতিকে দিয়েছিলেন। গঙ্গা যেন চ্যবনের সঙ্গে দেখা করেন। চ্যবনের কাছে গিয়ে গঙ্গা তাঁর প্রয়োজনের কথা জানতে মহর্ষি হেসে বললেন

''বহুকাল আগে যযাতির জন্য একপ্রকার ঔষধ প্রস্তুত করেছিলাম যা তার উপর প্রয়োগে পুরুর যৌবন যযাতির দেহে স্থানান্তরণ সম্ভব হয়েছিল। অবশ্য বিজ্ঞানাগারটি পাতালে অবস্থিত। তবে সেটি পুনরায় ব্যবহারে শুক্রাচার্য্যের যখন কোন বাধা নেই তবে চল সেখানে গিয়ে তোমার পছন্দমত একটি মনুষ্য আকৃতি রোবট বানিয়ে দি।'' এরপর গঙ্গা সেই রোবটটি কিরকম হবে তার সব গুণাবলী লিখে মহর্ষি চ্যবনকে দিলেন। বহু বৎসরের গবেষণালব্ধ এই রোবটের নাম গঙ্গা দিলেন দেবব্রত এবং সেটিকে শান্তনুর কাছে পৌছে দেবার আগে চ্যবনকে জিজ্ঞাসা করলেন দেবব্রত কতখানি মানুষের মত আচরণ করবে। মহর্ষি চ্যবন বললেন ''সাধারণ ভয়, ভক্তি, সুখ, দুঃখ জনিত মানবিক প্রক্রিয়াগুলি এর মধ্যে প্রোগ্রাম করে দেওয়া হয়েছে, তবে তোমার কথামত বিবাহ, সন্তানাদি ও মহিলাদের প্রতি অনীহাভাব সবই এর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছি। মহর্ষি ব্যাসদেব একবার রাজ দরবারে একবার এক মহিলার বস্ত্রহানির ঘটনা সংকলিত করাবেন বলে মনস্থ করে আছেন। সেইজন্য এই তেজস্বী রোবটের যাতে ঐ জাতীয় নারকীয় ঘটনায় বিরক্তি না হয় তার জন্যও ব্যবস্থা করা আছে যাতে কিছু কিছু প্রক্রিয়া সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পাতালের ভাষায় কথা বলতে গেলে ডিসেবেল্ড হয়ে যাবে। এছাড়া এই রোবটটিকে চালিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পুরো প্রোগ্রামটির একটি কপি মহর্ষি বেদব্যাসকে দিয়েছি। তার লেখার সাথে সঙ্গতি রেখে তিনি এই প্রোগ্রামটিকে আপগ্রেড করতে পারবেন। সব থেকে বড় কথা, এর সময়টি এমন ভাবে বেঁধে দিয়েছি যে সম্পূর্ণ ক্র্যাশ হতে এর ৫৮ দিন চিৎ হয়ে শুয়ে থাকার দরকার হবে এবং তার জন্য বাকি যা যা প্রয়োজন সব ব্যাসদেব করে নেবেন।''

দেবব্রত বা ভীষ্মকে পেয়ে শান্তনু খুবই খুশী। এর পরের ব্যাপারটা আমাদের সবারই জানা। তবে মহাভারতের অনুশাসন পর্বে ভীষ্মের মৃত্যুর বর্ণনা রাজশেখর বসুর ভাষায় এরকম, '' তাঁর প্রাণবায়ু নিরুদ্ধ হয়ে যেমন উদ্ধগামী হতে লাগল সেই সঙ্গে তাঁর শরীর ক্রমশ বাণমুক্ত ও ব্যাথাহীন হল। তারপর তাঁর প্রাণ ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে মহা উল্কার ন্যায় আকশে উঠে অন্তর্হিত হল।'' পাতালের ভাষায় আমি বলতে পারি যে ৫৮ দিন শরশয্যায় থেকে ভীষ্ম নামে রোবটটি তার সময়সীমা আনুযায়ী শর্টসার্কিট হয়ে সম্পূর্ণ ভাবে নষ্ট হয়ে গেল।

সব থেকে যেটে ভাল লাগল, তা হল শুক্রাচার্য্যের ল্যাবরেটরীর স্থিতি। গনেশের মহাভারতে তার ঠিকানাটা মোটামুটি দেওয়া আছে। তবে মনে হয় শুক্রাচার্য্য তাঁর শিষ্যদের সেই ঠিকানাটা অনেক আগেই দিয়ে গেছেন। জলধর বেশী পড়েনি, তবে পুথিটা ফেরৎ দেবার সময় বলল যে অনেকবারই পশ্চিমে গেছি, তবে সেই ল্যাবরেটরীটা খুঁজে বের করতে পারি না কেন? উত্তরে আমি তাকে বললাম, ''দুঃখ করিস না, আই, আই, টি কানপুরে কোণাকুণি দুটি ল্যাবরেটরী হয়েছে। তার একটাতে আমরা প্রফেসর শঙ্কুর মডেল আনুযায়ী রোবট তৈরী করছি আর একটাতে তার ভিতরের নাড়ীগুলো ঠিকমত রাখার চেষ্টা করছি। দুটোকে একসঙ্গে করতে সময় লাগবে না। নতুন দেবব্রত তৈরী হল বলে।''